ভোরের কাগজ

41

তারিখ 09 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 2

শিক্ষকদের কাজের জবাবদিহিতা নেই

নিয়মিত ক্লাস না হওয়া নিয়মে পরিণত হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে

ফারুক হোসেন চৌধুরী, রা.বি থেকে : শিক্ষকদের কাজের কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলম্বে পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও নিয়মিত ক্লাস না নেওয়া নিয়মে পরিণত হয়েছে। কোনো কোনো শিক্ষক শিক্ষা বহির্ভূত কাজে প্রায়ই ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ করছে ছাত্রছাত্রীরা। তাদের মতে, এতে করে সেশনজট দীর্ঘায়িত হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যালেন্ডার ভলিয়ম-২ এর ৮১ পৃষ্ঠায় ১-এর গ ধারায় এবং '৯০ সালের শিক্ষা পরিষদের ১৭২তম সভার সিদ্ধান্তে উল্লেখ আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগকে পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই ফল প্রকাশ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে ভর্তি প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করতে হবে। আরো উল্লেখ আছে, প্রত্যেক শিক্ষক খাতা দেখার জন্য অনধিক এক মাস সময় পাবেন। কোনো শিক্ষক যদি নির্ধারিত সময়ে খাতা জমা দিতে না পারেন তবে দৈনিক ১০ টাকা হারে তার পারিশ্রমিক থেকে অর্থ কাটা যাবে। অথচ অধিকাংশ বিভাগই পরীক্ষা গ্রহণের ছয়-সাত মাস পর ফল প্রকাশ করে থাকে। কোনো কোনো বিভাগ এক-দেড় বছরও পার করে দেয়।

ভর্তি পরীক্ষার পর বিভাগগুলো ক্লাস শুরু করতে অনেক দেরি করে। আবার কোনো শিক্ষা বর্ষের পরীক্ষা হওয়ার পর, পরের শিক্ষা বর্ষের ক্লাস শুরু হতে চার-পাঁচ মাস সময় লেগে যায়। এমনো দেখা যায়, কোনো শিক্ষা বর্ষের পরীক্ষার দুই-এক মাস আগে, আগের শিক্ষা বর্ষের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়।

অনেক শিক্ষক আছেন যারা নির্ধারিত সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হন না। দেরিতে ক্লাসে উপস্থিত হলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই বের হয়ে যান। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে গিয়ে প্রায়ই শোনেন অমুক কোর্সের ক্লাস আজ হবে না। অমুক কোর্সের স্যার আজ ডিপার্টমেন্টে আসেননি। এ ব্যাপারে কোনো ছাত্রছাত্রী প্রশ্ন তুললে তাকে টিউটোরিয়াল ও কোর্স পরীক্ষায় নাজেহাল হতে হয় বলে ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, অনেক শিক্ষক কোচিং সেন্টার, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সম্প্রতি বেশির ভাগ শিক্ষক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে বেশি ব্যস্ত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখে ভালো উপার্জন করা যায় বিধায় এ সমস্ত শিক্ষক নিজ বিভাগের খাতা দেখা ও ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন না এবং খাতা দেখতে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকেন।

যারা কনসালটেন্সি কাজে যুক্ত নন তাদের একটি বৃহৎ অংশ সক্রিয় শিক্ষক রাজনীতিতে জড়িত। রাজনীতিতে যুক্ত থাকলে প্রভোস্ট প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়া নাকি সহজ। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় অর্ধশত শিক্ষক শিক্ষকতার পাশাপাশি একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফলে একই সঙ্গে দুদিক সামলাতে গিয়ে কোনো দায়িত্বই সঠিকভাবে পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

শিক্ষকদের মধ্যে যারা শিক্ষক রাজনীতি করেন, তাদের কেউ কেউ ক্যাম্পাসের ছাত্র সংগঠনগুলো সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। এক্ষেত্রে জামাতপন্থী শিক্ষকরা বেশ এগিয়ে আছেন। প্রশাসনকে চাপের মধ্যে রেখে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জামাত এবং বাম সংগঠন সমর্থিত শিক্ষক প্যানেল থাকলেও কোনো সুবিধা পাওয়ার জন্য শিক্ষকরা এসব ভেদাভেদ ভুলে যান এবং সমঝোতার মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন। এদের বাইরে বেশ কিছু সৎ, আদর্শ শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকলেও তাদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

একজন প্রবীণ শিক্ষক বললেন, শিক্ষকরা আর আগের মতো গবেষণা করতে চান না। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে গবেষণা খাতে দিন দিন অর্থ বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে।

শিক্ষকতার বাইরে শিক্ষকদের পার্টটাইম কাজ করার খবর কর্তৃপক্ষ জানলেও কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না তাদের বিরুদ্ধে।

এসব কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এখানকার শিক্ষার্থীরা ব্যর্থ হচ্ছে। এ অবস্থায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ফিরিয়ে আনতে যুগোপযোগী সিলেবাস প্রবর্তন ও '৭৩-এর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সংস্কার করে শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে অভিজ্ঞমহল অভিমত ব্যক্ত করেছেন।